ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৭২৫

আগরতলা, ১৮ নভেম্বর, ২০২৩

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টীকরণ

গত ১৬ নভেম্বর, ২০২৩-এর দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'রাজ্য প্রশাসনে নজিরবিহীন অচলবস্থা' এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি রাজ্য প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদটিতে যেসব বিষয় বা তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয় এবং বিভ্রান্তিকর।

রাজ্য প্রশাসনের প্রত্যেকটি দপ্তর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে কোন ফাইল যাতে টেবিলে আটকে না থাকে এবং প্রশাসনিক কাজ দ্রুত ও দক্ষতার সাথে করা যায় তার জন্য ইতিমধ্যেই ই-অফিস ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-ক্যবিনেট ব্যবস্থাও কার্যকর হয়েছে। সুতরাং 'জমছে ফাইলের পাহাড়' বলে সংবাদে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন।

রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকও নিয়মিতভাবেই হচ্ছে এবং জনকল্যাণে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে। নয় মাস সময়কালের মধ্যে রাজ্য বাজেটে ঘোষিত জনজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশন, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের মুখ্যমন্ত্রী স্টেট টেলেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম ও মুখ্যমন্ত্রী স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট স্কিম ইতিমধ্যেই মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের পর কার্যকর হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তাছাড়া হাঁপানিয়াতে ইউনিটি মল নির্মাণ, পন্ডিত নেহেরু কমপ্লেক্সে বহুতল বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, শহরের ট্রাফিক পরিকাঠামো নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অতি সম্প্রতি সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাই মহাকরণে পর্যালোচনা বৈঠক হচ্ছে না বলে এই সংবাদে যা পরিবেশিত হয়েছে সেটাও সঠিক নয়।

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারে প্রকল্পগুলিও যথাযতভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে নিয়মিত উচ্চস্তরে পর্যালোচনা বৈঠক করা হচ্ছে। এম জি এন রেগা প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা এবছরের স্বীকৃত ২.৫ কোটি শ্রম বাজেট সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যেই গুণগতমান বজায় রেখে রাজ্য শেষ করতে পেরেছে। এই জন্যে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ২ নভেম্বর, ২০২৩ এ রাজ্যের স্বীকৃত শ্রম বাজেট ২.৫ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৩.৭৫ কোটি করেছে। তাতে অতিরিক্ত প্রায় ৫০০ কোটি টাকা আগামী কয়েক মাসে গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ পাবেন। কাজ চেয়ে কাজ পাচ্ছেন না, এমন নিদর্শন এম জি এন রেগা প্রকল্পে এই রাজ্যে নেই।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ এই প্রকল্পে এবছর ১২০০ কোটি টাকার বেশী ব্যয় করা হয়েছে এবং প্রায় ৬০ হাজার পাকা ঘর তৈরী হয়েছে। আরও প্রায় ১ লক্ষ ঘরের কাজ চলছে। বলা বাহুল্য, রাজ্যের কর্মদক্ষতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবছরেও রাজ্যকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার পাকা ঘর তৈরী করার জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছে।

রাজ্য সরকার পরিকল্পনা মাফিক সমস্ত কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে এবং সময়মতো সব রকমের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলো প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হচ্ছে।

******